যায়যায়দিন

তারিখ ... 4 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২৬ কলাম ... ৩ ...

জাবির প্রশাসনিক ভবনেও তালা

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনেও এবার তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবিরের অনুসারী শিক্ষকরা। গতকাল পূর্বনির্ধারিত সিন্ডিকেট বৈঠকের পূর্বে প্রশাসনিক ভবন তালাবদ্ধ করে সেখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা। এর আগে শিক্ষক সমিতির অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি চলাকালে বিভিন্ন অনুষদ তালাবদ্ধ করে রাখেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা।

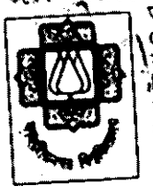

জানা গেছে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের ব্যানারে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবিরের অনুসারী শিক্ষকরা গতকাল বিকাল তিনটায় প্রশাসনিক ভবনে তালা লাগিয়ে সেখানে অবস্থান নেন। বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যসহ সিন্ডিকেট সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হলে তাদের প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি।

পরে শিক্ষকদের লিখিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়, গত বৃহস্পতিবার উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন সাবেক উপাচার্য শরীফ এনামুল কবির ও অধ্যাপক আমির হোসেন সম্পর্কে সদাপদত্যাগী চার সহকারী প্রক্টরের কাছে মিথ্যা, অশোভন ও আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। এর প্রতিবাদে শুক্রবার তারা প্রশাসনিক ভবন তালাবদ্ধ করেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক আমির হোসেন বলেন, উপাচার্যের মন্তব্যে শিক্ষকদের সম্মান ও ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন। তাই তার অধীনে আর কোনো কর্মকাণ্ড চলতে দেয়া হবে না।

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মবিরতি পালন করার পরও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আমির হোসেনের বিরুদ্ধে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। এর আগে তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে শ্রেণিকক্ষে তালা ঝোলানোর অভিযোগ ওঠে।

তালা : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

তালা : জাবির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এ ব্যাপারে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ রেজা জানান, অধ্যাপক আমির হোসেন কর্মবিরতি চলাকালে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়েছেন বলে তিনি জানতে পেরেছেন। অধ্যাপক আমির হোসেন জানান, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক আগে থেকেই ক্লাস করাই। এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো উপাচার্য আনোয়ার হোসেন ও তার অনুসারী শিক্ষকদের প্রোপাগান্ডা।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদার বলেন, শিক্ষক সমিতি কোথাও তালা ঝুলিয়ে দেয়নি। কোনো অনুষদে তালা ঝুলানো থাকলে সেটা প্রশাসন দেখবে বলে তিনি জানান।

এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষক সমিতির আন্দোলনের পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে আজ শনিবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।